শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলে আমার নিখিল পাপ বিনাশ হইবে—শ্রীঅজামিলের এইরূপ সঙ্কল্প ছিল না, কিন্তু নিজ পুত্রস্নেহপরবশ হইয়া নারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়াছে। তথাপি সঙ্কল্প বিনাও অনুসন্ধানে যে জন হরি বলে, সে জন যাতনা প্রাপ্ত হয় না। শ্রীনামগ্রহণ-বিষয়ে বর্ণাশ্রমাদি নিয়ম নাই, সেইটিই দেখাইতেছেন—কোনও প্রাসাদ হইতে পতিত হইয়া কিম্বা পথে স্খলিত হইয়া ভগ্নগাত্র হইয়া, সর্পাদি দ্বারা সন্দষ্ট হইয়া, জ্বরাদি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অননুসন্ধানে যদি শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করে তথাপি নামোচ্চারণকারী কোনও যাতনা প্রাপ্ত হয় না। যদ্যপি এই শ্লোকে লিঙ্গাদি প্রত্যয় প্রয়োগ করা হয় নাই, পূর্ব্ব মীমাংসায় উল্লিখিত "পূষা প্রবিষ্টভাগো যদাগ্নেয়াষ্টাকপালো ভবতীত্যাদিবদ্‌বিধিত্বমস্তি" অর্থাৎ পূষাপ্রবিষ্টভাগও আগ্নেয়-যাগে অষ্টকপাল হইয়া থাকে ; এস্থানে বিধিলিঙ্গ প্রয়োগের অভাবেও যেমন বিধিধর্ম্ম আছে অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতার বোধক হইয়াছে, তেমনি এস্থানে বিধিলিঙ্গ প্রয়োগের অভাবেও বিধিত্বপ্রতিরোধক হইবে। বিশেষতঃ—

"তস্মাদ্ ভারত ! সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্‌" ॥ ২।১।৫

শ্লোকে শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিৎ মহারাজকে কহিলেন—হে ভারত ! অতএব সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীহরি মোক্ষবাঞ্ছাকারী মানবমাত্রের কীর্ত্তিতব্য এবং স্মর্ত্তব্য—ইত্যাদি শ্লোকে সাক্ষাৎ বিধির কথাও শোনা যায়। তন্মধ্যেও "তস্মাৎ" অর্থাৎ অতএব এই হেতু নির্দ্দেশ থাকার জন্য অকারণে প্রত্যবায় সূচিত হইয়াছে। তথাপি অননুসন্ধানেও দহনস্বভাব অগ্নি-লক্ষণ বস্তুর দৃষ্টান্তের দ্বারা এই ভক্তি বিধিসাপেক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক ভক্তি অনুষ্ঠানেই ফললাভ করিতে পারিবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কেননা, যেমন-তেমন করিয়া ভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও ফললাভে বঞ্চিত হইবে না। এইজন্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ শ্রীমুখেই বলিয়াছেন—

যৈছে তৈছে যৈ কৈ করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ ॥ চৈঃ মঃ। ২৫।

অতএব "মানাস্থায় নরো রাজন।" ইত্যাদি শ্লোকে "ন স্খলেন্ন পতেদিহ" এবং "নেত্রে নিমীল্য" অর্থাৎ শ্রুতিজ্ঞান স্মৃতিজ্ঞানশূন্য হইয়া বিধি অতিক্রম করিয়াও যদি ভক্তির অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও স্খলন পতন হইবে না—এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ "যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ"—এইরূপ